

## কবিতার ফাঁসি

মাহমুদুল হক ফয়েজ

একটু পরেই শহরের ঠিক মধ্যখানে  
একটি কবিতাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

কবিতার অপরাধ, কবিতা নারীকে সুন্দর  
এবং ফুলকে পবিত্র বলেছিলো।  
কবিতার অপরাধ, কবিতা প্রজাপতির ডানায় ডানায়  
ফুলের রেণু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলো।  
কবিতার অপরাধ, কবিতা জ্যোৎস্নার শরীর মেখেমেখে  
বাঁশিতে নতুন সুর তুলতে চেয়েছিলো।  
কবিতার অপরাধ, কবিতার বাঁশির সুরে সুরে  
কালো ভ্রমরগুলো নিষ্ফল শয্য ক্ষেতে  
পরাগায়নে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলো।

গতরাতে এর জন্য প্রতিবাদ সভা হয়ে গেছে ;  
আকাশের তারা এবং চাঁদ মৌন মিছিল  
করতে করতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে গেছে।  
সকালে একদল প্রজাপতি শিশিরের মধ্যে  
রেনুর স্লোগান ছড়িয়ে দিয়ে গেলো।  
আকাশে একদল মেঘ প্লেকার্ড হাতে  
প্রতিবাদ সভায় ছুটে এসেছিলো।  
ছুটতে ছুটতে ওরা ক্লান্ত হয়ে কেঁদেছিলো খুব-  
কান্না, নদী ও ঝর্ণা হয়ে সমুদ্রে চলে গেছে।

একটু পরেই শহরের ঠিক মধ্যখানে  
একটি কবিতাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।  
ফাঁসির উৎসব দেখতে নারী ও নারীর খোঁপায় করে  
ফুলেরা আস্তে আস্তে গুরু গম্ভীর ভাবে আসবে।

কবিতার ফাঁসি হয়ে গেলে নারী ও ফুলেরা

কবিতার হীম শীতল শরীর  
আকাশের নীল গেলাব দিয়ে ঢেকে  
জ্যোৎস্নার খাটিয়ায় করে নিয়ে যাবে।

তারপর ওরা অনন্ত কালের জন্য কবিতাকে  
ওদের হৃদয়ের মধ্যখানে রেখে দেবে।

অবশেষে নারী ফুল জ্যোৎস্না প্রজাপতি  
এরা সবাই মিলে লিখবে  
একটি নতুন ছন্দবদ্ধ সুন্দর কবিতা।

#### উৎসর্গ

ঈশ্বরাকারীর হিংস্র আক্রোশে কর্ণেল তাহের সহ যে সকল সূর্য সন্তানেরা  
সত্য সুন্দরের জন্য জীবন আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাঁদের  
বিদেহী আত্মার প্রতি উৎসর্গকৃত।





